সমকাল

তারিখ ... 30 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ১৯ ... কলাম ২ .....

শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ

রাবির ছাত্রী আজীবন বহিষ্কার

■ রাবি প্রতিনিধি

শিক্ষকের বিরুদ্ধে আনা যৌন হয়রানির অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) এক ছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। গত রোববার রাতে উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ মিজানউদ্দিনের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬৭তম সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপ-উপাচার্য অধ্যাপক চৌধুরী সারওয়ার জাহান বলেন, শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির বিষয়টি মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় সিন্ডিকেট সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে অভিযোগকারী ওই ছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবন বহিষ্কার করা হয়েছে। গত ৩০ মার্চের সিন্ডিকেট থেকে ওই ছাত্রীকে কারণ দর্শানোর নোটিশও দেওয়া হয়েছিল। তবে ওই ছাত্রীর দাবি,

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

বিচার চাইতে গিয়ে তিনি অবিচারের শিকার হয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি চেয়েছিলাম বিচার, পেয়েছি অবিচার। এর বেশি কিছু বলার নেই।'

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত বছর ২০ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ আনেন ওই ছাত্রী। ওই শিক্ষক একটি ছাত্রী হলের আবাসিক শিক্ষকও।

লিখিত অভিযোগে ওই ছাত্রী বলেন, গত ২৩ নভেম্বর তিনি (ছাত্রী) হলে সিটের জন্য গেলে ওই শিক্ষক তাকে প্রাধ্যক্ষের সামনেই কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, গত ১৬ ডিসেম্বর শোভাযাত্রা শেষ করে হলে ফিরতে দেরি হওয়ায় ওই শিক্ষক তাকে প্রাধ্যক্ষের রুমে দেখা করতে বলেন। রুমে গেলে যৌন হয়রানিমূলক কথাবার্তা বলেন।

ওই ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা (উর্দু) বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষে পড়তেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কর্মীও ছিলেন বলে জানা গেছে। ওই ঘটনায় শিক্ষকের শাস্তির দাবিতে ক্যাম্পাসে টানা কয়েকদিন আন্দোলনও করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। তবে অভিযোগকে মিথ্যা দাবি করে প্রতিকার চেয়ে ওই শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর পাল্টা অভিযোগ দেন।

ঘটনাটি তদন্ত করতে গত বছরের ২৬ ডিসেম্বর তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। কমিটির সদস্যরা ওই ঘটনা তদন্ত করে শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির কোনো অভিযোগের সত্যতা পাননি। এরপর তারা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের কাছে এ ব্যাপারে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেন। প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬৪তম সিন্ডিকেটে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। সেখান থেকে ওই ছাত্রীকে সাত দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। সেই নোটিশের উত্তর পাওয়ার পর রোববারের সিন্ডিকেটে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হয়।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সেকশন অফিসার রুহুল আমিনকে গ্রন্থাগারের আরেক কর্মকর্তা রুহুল আমিনের জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে ক্রেডিট কার্ড ও ব্যাংক স্টেটমেন্ট জালিয়াতির দায়ে পাঁচ বছরের জন্য ইনক্রিমেন্ট ও প্রমোশন বাতিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এ ছাড়া অবৈধভাবে হলের গাছ কাটায় মুনুজান হলের এক সিনিয়র সহকারী পরিচালককে (খেলাধুলা) ৪০ হাজার টাকা জরিমানা ও সব ধরনের প্রমোশন বাতিল করা হয়।